নাশ বিষয়েরও সহস্র সহস্র উপায়ের মধ্যে এই উপায়টীই ভগবান্ নারদ আমাকে উপদেশ করিয়াছেন—যে উপায়-সহস্রের দ্বারা সিদ্ধ উপায় হইতে যথাযোগ্য ঈশ্বর শ্রীভগবানে ব্যবধানশূন্য রতি অর্থাৎ প্রীতির উদয় হয়, সেই উপায়টী অবলম্বন করাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই স্থানের অভিপ্রায় এই যে, রাশি রাশি সাধন অনুষ্ঠান করিলেও কর্ম্মসকলের বীজরূপ বাসনা ক্ষয় হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হওয়া সর্ব্বথা অসম্ভব। অথচ সেই ভক্তিটী এতই দুর্লভ যে, একমাত্র সৎসঙ্গ বা সৎকৃপা ভিন্ন কোনও উপায়েই লাভ করিতে পারা যায় না। তবে পবিত্র অনুষ্ঠানে থাকিতে থাকিতে যদৃচ্ছাক্রমে সাধুসঙ্গ পাইবার একটা সম্ভাবনা আছে বলিয়াই শ্রীগোস্বামীপাদ্ বলিলেন—"যৈরূপায়সহস্রৈঃ সিদ্ধাৎ" অর্থাৎ হাজার হাজার সাধনকে সাধন-স্থানীয় রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার সেই অব্যবহিতা ও অহৈতুকী সাধনভক্তি হইতে প্রীতিভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মবীজ নাশ হওয়াটী সাধনভক্তির মুখ্যফল নয়, অবান্তর ফল। কিন্তু প্রীতিটী ভক্তির মুখ্যফল—এস্থানে এই অভিপ্রায়টীই বুঝিতে হইবে। অগ্রে ও "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা" এই অধ্যায়ের ৩০ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৩২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত সেই অহৈতুকী ভক্তিরূপ উপায়েরই অঙ্গসকল উল্লেখ করিয়া ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে বলিয়াছেন—"হে ভ্রাতৃবৃন্দ! পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তির অঙ্গসকল অনুষ্ঠান করিতে করিতে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য অথবা ইন্দ্রিয়বর্গজয়ী ভক্তগণ ঈশ্বরে ভক্তি করিয়া থাকেন। যে ভক্তিদ্বারা ভগবান শ্রীবাসুদেবে সম্যক্ প্রীতিলাভ করিতে পারা যায়। ইতি শ্লোকার্থ॥

এবং পূর্ব্বোক্ত গুরুশুশ্রূষাদি প্রাকারেণৈব নতু তদর্থ পৃথক্ প্রযত্নেন নির্জ্জিতকর্ম্ম-বীজলক্ষণকামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যৈর্জনৈঃ পুনরপি ভক্তিঃ ক্রিয়ত এব॥ ৭॥॥ ৭॥ শ্রীপ্রহ্লাদস্তান্॥ ৫৬—৫৭॥

এবং "পূর্ব্ববর্ণিত গুরুশুশ্রূষাদি প্রসারেই নির্জ্জিত কর্ম্মবাসনার সত্তার পরিচায়ক কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে জয় করিয়া ভক্তগণ পুনরায় ভগবানে ভক্তি করিয়াই থাকেন। সেই কাম, ক্রোধ প্রভৃতিকে জয় করিবার জন্য ভক্তগণ কখনও ভক্তির অঙ্গ গুরুশুশ্রূষা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া উপায়ন্তর অবলম্বন করেন না। ভক্তির স্বভাবই এই যে, যদ্যপি কাম, ক্রোধ প্রভৃতি বাসনাবীজের পরিচায়ক রাজস, তামসভাব বিনাশ করিয়া দেয়, তথাপি ভক্তিসাধনের প্রতি আবেশ কিছুমাত্র ত্রুটিত হয় না।